মেহেরপুরে এনটিভির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

জনপ্রিয় স্যাটেলাইট টেলিভিশন এনটিভি ১৯ পেরিয়ে ২০ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে মেহেরপুরে শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা ও কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

আজ রবিবার সকালে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এনটিভির জেলা প্রতিনিধি রেজ আন উল বাসারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক গোলাম রসুল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন, মেহেরপুর সদর থানার ওসি জুলফিকার আলী।

সাংবাদিক বেন ইয়ামিন মুক্তর সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন সাংবাদিক কামারুজ্জামান, মেহের আমজাদ। পরে সেখানে কেক কাটা হয়।

এর আগে জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গন থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে জেলায় কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

পল্লী বিদ্যুত কর্তৃপক্ষের খাম খেয়ালিপনায় লাইনম্যান এখন মৃত্যুশয্যায়

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুতের খাম খেয়ালিপনায় এখন মৃত্যু শয্যায় লাইনম্যান সজল(৪০)।

গাংনী উপজেলার খড়মপুর গ্রামের মেইন লাইনে কাজ করার সময় খামখেয়ালি পনা করে লাইন কানেকশন দিয়ে দিলে বিদ্যুতায়িত হয়ে পোল থেকে পড়ে যান সজল।

সহকর্মীরা জানান, ১১ হাজার ভোল্টেজের প্রধান লাইনের পোলের মাথায় মেরামতের কাজ করছিলেন লাইনম্যান সজল (৪০)।
মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুতের গাংনী সাব স্টেশন থেকে হঠাৎ লাইনের বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে দেন। এতে বিদ্যুতায়িত হয়ে পোলোর মাথা থেকে নিচে পড়ে যান তিনি।সজলের মুখোমন্ডলসহ ৮০ ভাগ পুড়ে গেছে।

সজলকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

আজ রবিবার (৩ জুলাই) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। সজল পার্শ্ববর্তি চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার উসমানপুর গ্রামের নাজির হোসেনের ছেলে।

এদিকে আহত সজলকে হাসপাতালে দেখতে যান পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গাংনী জোনাল অফিসের ডিজিএম আবুল কাশেম।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক উপসহকারী মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো) তানভীর বলেন, রোগীর শরীরের ৮০ ভাগ পুড়ে গেছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

গাংনীর বাওটে মোটারসাইকেলের সাথে আলগামনের ধাক্কা, আলগামন চালক নিহত, আহত ৩

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার বাওট নামক স্থানে ইঞ্জিনচালিত আলগামনের সাথে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আলগামন চালক রবিউল ইসলাম (৩০) নিহত ও তিন মোটরসাইকেল আরোহী মারত্বক আহত

হয়েছেন।

নিহত রবিউল ইসলাম গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামের চেয়ারম্যান পাড়া এলাকার আকমল হোসেনের ছেলে।

আহতরা হলেন, গাংনী উপজেলার বাওট গোরস্থানপাড়া এলাকার জমির উদ্দীনের ছেলে অন্তর হোসেন (১৪), শফিউল ইসলামের ছেলে সোয়েব আলী
(১৬) তার খালাতো ভাই পাশ্বর্তি কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার লক্ষিপুর গ্রামের জুনায়েদ হোসেন (১৮)।

এদের মধ্যে সোয়েব, অন্তর ও জুনায়েদকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়েছে পরিবারের লোকজন। এছাড়া আলগামন চালক রবিউল ইসলামকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে নিলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত সাড়ে ১১ টার দিকে মারা যান তিনি।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ৯ টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বাওট গালর্স স্কুলের সামনে এ দূর্ঘটনা ঘটে। আহত অন্তর হোসেন বাওট সোলাইমানী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেনীর ছাত্র, সোয়েব হোসেন এবার এসএসসি পরীক্ষার্থী ও জুনায়েদ হোসেন দশম শ্রেনীর ছাত্রী।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবুল ইসলাম ও ইউপি সদস্য নিয়ামত আলী জানান, সোয়েব, অন্তর ও জুনায়েদ মোটরাসাইকেলযোগে খুলিশাকুন্ডি থেকে নিজ গ্রাম বাওটে আসছিলেন। এসময় আলগামন দ্রুত গতিতে ওভারটেকিং করকে গিয়ে সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরাসাইকেল আরোহী তিনজন ও আলগামন চালক সবাই রাস্তার উপর পড়ে মারাত্বক আহত হন। আহতাবস্থায় উদ্ধার করে তাদের হাসপাতালে নেন স্থানীয়রা।

নবনির্বাচিত মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনকে সংবর্ধনা

মেহেরপুর পৌরসভা নবনির্বাচিত মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনকে সংবর্ধনার প্রদান করা হয়েছে। শনিবার রাতে মেহেরপুর পৌরসভার

সামনে এই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর পৌরসভার সামনের ব্যবসায়ীবৃন্দরা নবনির্বাচিত মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এসময় মিন্টু, সুমন, পারভেজ, খোকন, আরিফ, মোহন, হিমেল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।

গাংনীর বাওটে মোটরসাইকেলের সাথে আলগামনের ধাক্কা, ৪ জন আহত

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বাওট নামক স্থানে ইঞ্জিনচালিত আলগামনের সাথে ধাক্কায় আলগামন চালক ও তিন মোটরসাইকেল আরোহীসহ ৪ জন মারত্বক আহত হয়েছে।

আহতরা হলেন, গাংনী উপজেলার বাওট গোরস্থানপাড়া এলাকার জমির উদ্দীনের ছেলে অন্তর হোসেন (১৪), শফিউল ইসলামের ছেলে সোয়েব আলী
(১৬) তার খালাতো ভাই পাশ্বর্তি কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার লক্ষিপুর গ্রামের জুনায়েদ হোসেন ও অজ্ঞাত আলগামন চালক।

এদের মধ্যে সোয়েব, অন্তর ও জুনায়েদকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়েছে। এছাড়া অজ্ঞাত আলগামন চালককে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়েছেন। শনিবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বাওট গালর্স স্কুলের সামনে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

আহত অন্তর হোসেন বাওট সোলাইমানী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেনীর ছাত্র, সোয়েব হোসেন এবার এসএসসি পরীক্ষার্থী ও জুনায়েদ হোসেন দশম শ্রেনীর ছাত্র।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবুল ইসলাম ও ইউপি সদস্য নিয়ামত আলী জানান, সোয়েব, অন্তর ও জুনায়েদ একই মোটরসাইকেলে খুলিশাকুন্ডি থেকে নিজ গ্রামে আসছিলেন। এসময় একটি আলগামন দ্রুত গতিতে খলিশাকুন্ডির দিকে যাচ্ছিলো। বাওট গার্লস স্কুলের সামনে

পৌছানো মাত্রই মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেল আরোহী তিনজন ও আলগামন চালক সবাই রাস্তার উপর পড়ে মারাত্বক আহত হন।

প্রতিটি এলাকায় জেলা পরিষদের উন্নয়ন কাজ হয়েছে

জেলা পরিষদের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন উন্নয়ন ও আগামীদের পরিকল্পনা নিয়ে মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক গোলাম রসুল মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন।

শনিবার রাত ৮ টার সময় মেহেরপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেসক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের উপদেষ্টা তুহিন আরণ্য, ওয়াজেদুল হক জেদু, সাবেক সভাপতি আলামিন হোসেন, কামারুজ্জামান খান, কোষাধ্যক্ষ জিএফ মামুন লাকি, দফতর সম্পাদক মনিরুল ইসলাম, সদস্য আবু লায়েছ লাবলু, গোলাম মোস্তফা, জুলফিকার আলী কানন প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় গোলাম রসুল বলেন, মেহেরপুর জেলার প্রতিটি এলাকায় জেলা পরিষদের উন্নয়ন কাজ হয়েছে। এলাকার রাস্তা-ঘাট, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে নানা ধরনের উন্নয়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন, মানুষ দায়ীত্বে থাকলে তার মধ্যে পরিপক্কতা আসে।

আমি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হওয়ার পর আমার মধ্যে সেই পরিপক্কতা কতটুকু এসেছে আমি বলতে পারবো না। তবে এলাকার মানুষ সে বিচার করবে। আগামীতে মেহেরপুর জেলার সাংবাদিকদের সংগঠনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানান তিনি। মতবিনিময় সভায় সঞ্চালনা করেন প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক মন্টু।

ঝিনাইদহে অটবি’র নতুন শো- রুমের উদ্বোধন

ঝিনাইদহে জনপ্রিয় ও দেশের শীর্ষস্থানীয় ফার্নিচার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অটবি লিমিটেড’র শো-রুম উদ্বোধন করা হয়।

শনিবার বিকেলে শহরের মর্ডান মোড়ে ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও শৈলকুপা আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, অটবির হেড অব বিজনেস আহম্মেদ শুকাইরি, যোনাল ম্যানেজার এটিএম শফিকুল ইসলাম, ডিস্ট্রিবিউটর অনিক হাসান ও শাহিন আলমসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

এসময় বক্তারা বলেন, দেশের ফার্নিচার শিল্পের অন্যতম প্রতিষ্ঠান অটবি। ক্রেতাদের নিরন্তর সমর্থনে ইতিমধ্যে একটি দূরদর্শী ব্র্যান্ড হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। দেশীয় ক্রেতাদের চাহিদা পূরণ করে আন্তর্জাতিক মানের পণ্যসেবা নিয়ে অটবি পৌঁছে গেছে ঝিনাইদহে। এখানে পাবেন বাসা ও অফিসের আধুনিক ফার্ণিচার সল্যুশন।

শিক্ষক হত্যা ও সারাদেশে শিক্ষক হেনস্তা’র প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ

সমাবেশ

ঢাকার আশুলিয়ায় হাজী ইউনুছ আলী স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক উৎপল কুমার সরকার কে স্ট্যাম্প দিয়ে পিটিয়ে হত্যা সহ সারাদেশে শিক্ষক হেনস্তা করার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে শনিবার সকালে ঝিনাইদহের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্ত্বরে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির ঝিনাইদহ জেলা শাখার সহ-সভাপতি মুহঃ আব্দুল মমিন এর সভাপতিত্বে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মোঃ মহিউদ্দীন, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক অধ্যক্ষ মোঃ আমিনুল ইসলাম টুকু, কালীগঞ্জ সরকারি মাহতাব উদ্দীন ডিগ্রী কলেজ অধ্যক্ষ ডঃ মোঃ মাহবুবুর রহমান, জরিপ বিশ্বাস ডিগ্রী কলেজ অধ্যক্ষ সুব্রত কুমার মল্লিক, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, শৈলকুপা উপজেলার সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাসুদ করিম, কে পি এইচ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরবিন্দু কুমার বিশ্বাস, ফিরোজ শাহীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে অতিথি বৃন্দ বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আমাদের দাবি আশুলিয়া স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক-কে পিটিয়ে হত্যাসহ সারাদেশে শিক্ষক হেনস্তা করার সাথে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং কলেজের শিক্ষক উৎপল কুমার সরকারের পরিবারের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। তাছাড়াও শিক্ষকদের সুরক্ষা আইন করতে হবে । শিক্ষকদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। সুষ্ঠু বিচার ও প্রতিকার না পেলে এবার শিক্ষকরাও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাধ্য হবে। বিক্ষোভ সমাবেশে জেলার ছয়টি উপজেলা হতে শত শত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মচারীরা অংশ গ্রহণ করেন ।

গাংনীর করমদিতে ছোট ভাইকে ঘর

ছাড়া করলেন বড় ভাই

মেহেরপুরের গাংনীর করমদিতে ছোট ভাই মোজাম্মেল হকের জমি রেজিষ্ট্রি করে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছেন আপন বড় ভাই মোফাজ্জেল হক।

শুধু জমিই নেয়নি, বড় ভাই মোফাজ্জেল হকের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে শারীরিক নির্যাতনের অভিযাগ করেছে ছোট ভাই মোজাম্মেল হক। মারধর করে জমি লিখে নিয়ে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করায় সব হারিয়ে ছোটভাই এখন অন্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন।

জানাগেছে,মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি সাহাবুর পাড়ার মৃত রমজান আলীর তিন ছেলে ও তিন মেয়ে। বড় ছেলে মোফাজ্জেল হক,মেজ ছেলে তোফাজ্জেল হক ও ছোট ছেলে মোজাম্মেল হক। ছোট ছেলে মোজাম্মেল হক অনেকটাই মানসিক ভারসাম্যহীন। পিতা মামতার মৃত্যুর পর মোজাম্মেল অসহায় জীবন যাপর করতো। বড় ভাই মোফাজ্জেল ছোট ভাইয়ের ভরনপোষনের সব দায়িত্ব নেন। কয়েকবছর পর ছোট ভাইকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা বলে বছর কয়েক আগে করমদি মৌজার ২২৪২ খতিয়ানের ১৫২০ দাগের আড়াই শতক জমি রেজিষ্টি করে নেয় বড় ভাই মোফাজ্জেল হক।

জমি নেয়ার পর থেকে মোজাম্মেল হককে শারীরীক ও মানষিকভাবে নির্যাতন শুরু করেন বড় মোফাজ্জেল হক। এক পর্যায়ে মারধর করে বাড়ি থেকে বিতাড়িত তরে দেয় ছোট ভাই মোফাজ্জেল হককে। সব হারানো মোজাম্মেল এখন অন্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। মিলছেনা একটু মাথা গোজার ঠাঁই।

ভুক্তভোগী মোজাম্মেল হক জানায়, জমি নেয়ার আগে আমাকে ভালবাসতো। এখন আমাকে খেতে দেয়না। গরুর গোয়ালে ঘুমাতে দেয়। গরমে কষ্ট করলেও বিদ্যুৎ বিল বেশি হবে বলে ফ্যাল চালাতেও দেয়না। আমি খাবার চাইলে আমাকে মারধর করে। গত শনিবার আমাকে আমার বড় ভাই মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন।

মোজাম্মেল হকের মেজভাই তোফাজ্জেল হক জানায়, আমার ছোট ভাইটি শিশু কাল থেকে মানসিক ভারসাম্যহীন নির্বোধ। আমাদের ছোট রেখে বাবা মা মারা যায়। আমার বাবার নামে জমি জমা ছিলনা। মায়ের নামে জমি ছিল। মা বাবর মৃত্যুর পর পারিবারিকভাবে ছোট ভাইকে বড় ভাইয়ের কাছে রেখেছিলাম। শর্ত সাপেক্ষে ছোট ভাইয়ের অংশের জমি বড় ভাই

ভোগ করবেন। কিন্তু বড় ভাই প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ছোট ভাইকে বোকা পেয়ে বাড়ির সব জমি লিখে নিয়েছে। এবং ছোট ভাইকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা এখন সেই জমি ফেরত চাই।

স্থানীয় ইউপি সদস্য তোহিদুল ইসলাম জানায়, বিষয়টি মিমাংসা করার জন্য গ্রামে সালিশ করা হলে সালিশে বড় ভাই মোফাজ্জেল উপস্থিত না হওয়ায় সমাধান করা হয়নি। তিনি আরো বলেন, ছোট ভাই মোজাম্মেল যেহেতু পাগল সেহেতু তার দায়িত্ব যখন জমির বিনিময়ে নিয়েছিল বড় ভাই এখন যেহেতু তাড়িয়ে দিয়েছে এবিষয়ে আইন অনুযায়ী যে সহযোগীতা প্রয়োজন তা করা হবে।

এবিষয়ে বড়ভাই মোফাজেজল হকের সাথে মোবাইল ফোনে কথা হলে তিনি জানান, আমি কারো জমি লিখে নিইনি। আমি ছোট ভাইবোনদের মানুষ করেছি। আমার মায়ের নামে যে জমি ছিল তা আমি প্ররিশ্রম করে কিনেছিলাম। তারা এখন আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। কয়েকদিন আগে আমাকে আমার মেজভাই তোফাজ্জেল ও ছোট ভাই মোজাম্মেল মারধর করে একটি হাত ভেঙ্গে দিয়েছে। আমি এখন মেহেরপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছি। আমার বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করলে সাংবাদিকের নামে মামলা করারও হুমকি দেন তিনি।

এবিষয়ে তেঁতুলবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস বলেন, মোফাজ্জেল একজন নির্বোধ মানুষ। জ্ঞান শক্তি কম। তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার বিষয়টি খুবই হৃদয় বিদারক ও মানবিক। এবিষয়ে ভুক্তভোগীর পক্ষে কেউ বিচার চাইলে আমি আইনের মধ্যে থেকে যতটুকু পারি সহায়তা করবো।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজিৎ কুমার নন্দি বলেন, এটি মানবিক বিষয়। নির্বোধ পেয়ে ছোট ভাইয়ের সাথে আপন বড় ভাই প্রতারণা করেছেন। বিষয়টি আদালতের আশ্রয় নেয়া প্রয়োজন।

শিক্ষক লাঞ্ছিতের প্রতিবাদে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]